যুগান্তর

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭ ...

NOV. 12 2002

## প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তি

# লার্ন ফাউন্ডেশনের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

সিলেটের দুর্গাপাশার মতো গ্রামের একটি স্কুলে প্রযুক্তির ছোঁয়া বলতে এখন ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সংযোগ উল্লেখ করার মতো। অবশ্য দুর্গাপাশার মতো একটি ছোট্ট গ্রামের স্কুলে শুধু যে ইন্টারনেট সংযোগ আছে তা নয়। এখানকার শ্রেণীকক্ষগুলোতে উদ্যমী কিশোর-কিশোরীদের কম্পিউটারের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় থেকে শুরু করে প্রোগ্রামিং পর্যন্ত শেখানো হয়। ঢাকা থেকে ৪০০ কিমি. দূরে সিলেটের দুর্গাপাশার মতো একটি গ্রামের উদ্যমী কিশোর-কিশোরীরা তথ্যপ্রযুক্তি



কম্পিউটারের সামনে শিক্ষার্থীরা

শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে 'লার্ন ফাউন্ডেশন'-এর কল্যাণে। বাংলাদেশের একজন নিবেদিতপ্রাণ কোটিপতি ইমরান রশিদ গড়ে তোলেন এই 'লার্ন ফাউন্ডেশন'। ইমরান রশিদ কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের একজন প্রাক্তন শিক্ষক– যিনি এই সুবিধা-বঞ্চিত অঞ্চলকে জাগিয়ে তুলতে চান তথ্যপ্রযুক্তির জাদুর স্পর্শে। যেখানে বর্ষা মৌসুমে চারদিকে পানি থৈ থৈ করে, সাধারণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, মানুষ নৌকাযোগে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় সেখানেই ইমরান রশিদ চাচ্ছেন এমন কিছু করতে যা কিনা গোটা অঞ্চলের দৃশ্যপট পাল্টে দিতে পারে। আর একমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব হলেই এই অবহেলিত গ্রামীণ জনপদের উন্নতি সম্ভব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই নিবেদিতপ্রাণ ইমরান রশিদ ১৯৯৭ সালে গড়ে তোলেন 'লার্ন ফাউন্ডেশন' নামের এই অব্যবসায়ী কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠানটি। লার্ন ফাউন্ডেশন ইতিমধ্যেই সিলেটের সাতটি গ্রামে সাতটি রেডিও টাওয়ার স্থাপন করেছেন। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ২,৫০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের আওতায় আনা। লার্ন ফাউন্ডেশন আশা করছে, এর ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের যোগাযোগ সমস্যা দূর হবে। এ সম্পর্কে ইমরান রশিদ বলেন, 'প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী



বর্ষাকালে গ্রামের খোলা প্রান্তরে শিক্ষার্থীরা

পরিপূর্ণ সেবা দেয়ার জন্যই কাজ করছে 'লার্ন ফাউন্ডেশন'। তিনি বলেন– 'প্রযুক্তির

ভর বর্ষায় দুর্গাপাশা

সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে মানুষের আয় বাড়বে। কেননা, একজন জেলে তখন মাঝনদীতে বসে জেনে নিতে পারবে কোন বাজারে গেলে সে বেশি দামে মাছ বিক্রি করতে পারবে। আবার মোবাইল ফোনটিকে সে বাজারে গিয়ে ভাড়ায় ব্যবহার করে বাড়তি আয়ও করতে পারবে। যদিও এটি বেশ ব্যয়বহুল; কিন্তু এর উপযোগিতা অনেক বেশি।' বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের চাহিদার সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যবহার বা প্রাপ্যতা সামঞ্জস্যপূর্ণ না বলেই প্রযুক্তিগত ব্যবধান প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষকে আরও পিছিয়ে দেয়। আর তাই লার্ন ফাউন্ডেশন চেষ্টা করছে এই দূরত্বকে কমিয়ে এনে তাদের পুরো নেটওয়ার্ককে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের চাহিদানুযায়ী ডিজাইন করতে। তাই বাণিজ্যিকভাবেও এই প্রজেক্টের সফলতা নিয়ে আশাবাদী সংশ্লিষ্ট সবাই। আগে হয়তো যা স্বপ্ন মনে হতো অনেকেরই কাছে, কিন্তু নিবেদিতপ্রাণ ইমরান রশিদের বাস্তব প্রচেষ্টায় এই স্বপ্নই এখন বাস্তবতার আলো দেখছে ধীরে ধীরে। ইমরান রশিদের মতো আর কিছু নিবেদিতপ্রাণ মানুষ যদি উৎসাহী হয়ে এগিয়ে আসেন তাহলে আশা করা যায় তথ্যপ্রযুক্তির জাদুর স্পর্শে জেগে উঠবে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুর্গাপাশার মতো আরও অনেক অবহেলিত গ্রাম, জেগে উঠবে পুরো বাংলাদেশ।

**–মোঃ আবদুল্লাহ**